তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৮৭

**কবি ও প্রাবন্ধিক অরুণ দাশ গুপ্তের মৃত্যুতে পরিবেশ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই) :

 বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক অরুণ দাশ গুপ্তের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি জানান, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য জগতে অরুণ দাশ গুপ্তের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

 উল্লেখ্য, অসংখ্য কাব্য ও প্রবন্ধের রচয়িতা এবং দৈনিক আজাদীর সাবেক সহযোগী সম্পাদক অরুণ দাশ গুপ্ত আজ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

দীপংকর/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৮৬

**কবি ও প্রাবন্ধিক অরুণ দাশ গুপ্তের মৃত্যুতে রেলপথ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই) :

 বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক অরুণ দাশ গুপ্তের মৃত্যুতে  গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রেলপথমন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি জানান, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য জগতে অরুণ দাশগুপ্তের অবদান জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

 উল্লেখ্য, অসংখ্য কাব্য ও প্রবন্ধের রচয়িতা এবং দৈনিক আজাদীর সাবেক সহযোগী সম্পাদক অরুণ দাশগুপ্ত আজ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

শরিফুল/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৮৫

**চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই) :

 কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান কঠোর লকডাউনের দশম দিনে আজ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় অসহায়, কর্মহীন, হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও অর্থ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

 ফেনী পৌরসভার উদ্যোগে আজ  করোনায় কর্মহীন ও প্রান্তিক ১ হাজার জন ব্যক্তির মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেনী পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ফেনী পৌরসভায় কর্মরত টমটম চালক, ভ্যানগাড়ি চালক, ব্যাটারি চালিত রিক্সা চালক ও মুচিদের মাঝে জনপ্রতি ১৫ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ১ কেজি তেল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ, ২ প্যাকেট লাচ্ছা সেমাই ও ২ প্যাকেট বাংলা সেমাই বিতরণ করা হয়।

 এদিকে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নে ২১৫ জন ভিজিডি উপকারভোগীদের মাঝে ৬,৪৫০ কেজি চাউল বিতরণ করা হয়। অনলাইনে বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের উপপরিচালক হোসনে আরা বেগম। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সাপছড়ি ও কুতুকছড়ি ইউনিয়নে করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ১৭৫টি পরিবারের মাঝে নগদ ৫০০ টাকা এবং সাপছড়ি ইউনিয়নে ১০ কেজি হারে ৭৫টি পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা তুজ জোহরা উপমা।

 বান্দরবান জেলা প্রশাসন কর্তৃক আজ জেলার জিমনেসিয়াম মাঠে ৩৮০ জন অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ করা হয়। ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি। ত্রাণ গ্রহীতাদের মধ্যে ছিল শীল কল্যাণ সমিতির কর্মচারী, দিনমজুর, গৃহকর্মী, আবাসিক হোটেল, মোটেল ও গেস্টহাউজের কর্মচারী। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিলো ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি লবণ ও ১ কেজি চিড়া৷

 এদিকে লক্ষ্মীপুর জেলায় আজ জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ২২৫টি পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণসামগ্রী হিসেবে প্রতি পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ ও ১ লিটার সয়াবিন তেল প্রদান করা হয়।

 নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আজ ২ হাজার ৫০০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস। এসময় প্রতিটি পরিবারকে ত্রাণসামগ্রী হিসেবে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ২ লিটার তেল ও হলুদ-মরিচের প্যাকেট প্রদান করা হয়।

#

ফয়সল/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৮৪

**পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত থাকবে**

 **-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, করোনাকালীন লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া ও ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহের কালিবাড়ি প্রি-ক্যাডেট স্কুল মাঠে লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া অটো শ্রমিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

 শরীফ আহমেদ বলেন, করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাওয়ায় লকডাউন ঘোষণা করা ছাড়া উপায় ছিল না। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার স্বার্থে লকডাউন ঘোষণা করেছে। এতে নিম্ন আয়ের মানুষসহ সকলেই বিভিন্ন রকম অসুবিধায় পড়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার ফলে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখাও ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে সবার আগে জীবন বাঁচানো প্রয়োজন। জীবন বাঁচলে তারপর আসে জীবিকার প্রশ্ন। জীবন না বাচলে জীবিকার কথা ভেবে লাভ নেই। লকডাউনে সাময়িকভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত, বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষ যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের প্রত্যেককে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার ত্রাণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

 উল্লেখ্য ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করোনাকালীন লকডাউনের ফলে কর্মহীন হয়ে পড়া ১ হাজার জন অটোশ্রমিক ও দুস্থ মানুষের মাঝে চাল ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

#

রেজাউল/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৮২

**বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক অরুণ দাশ গুপ্তের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই) :

 বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক অরুণ দাশ গুপ্তের মৃত্যুতে  গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি জানান, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য জগতে অরুণ দাশ গুপ্তের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

 উল্লেখ্য, অসংখ্য কাব্য ও প্রবন্ধের রচয়িতা এবং দৈনিক আজাদীর সাবেক সহযোগী সম্পাদক অরুণ দাশগুপ্ত আজ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

ফয়সল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৮১

**বিরেন্দ্র নাথের মৃত্যুতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক তাঁর সহকারী একান্ত সচিব রনজিত কুমারের পিতা বিরেন্দ্র নাথের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 আজ এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত বিরেন্দ্র নাথের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

 উল্লেখ্য, নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার চৌগ্রামের অধিবাসী বিরেন্দ্র নাথ (৮২) আজ সিংড়া কমিউনিটি সরকারি হাসপাতালে পরোলোক গমন করেন।

#

শহিদুল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৮০

**৩৩৩-এ কল করে খাদ্য সহায়তা পেয়েছে বগুড়ার ৮ হাজার ৩৮১ জন**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

 ৩৩৩ নম্বরে কল দিয়ে সহায়তা চেয়ে  খাদ্য সহায়তা পেয়েছে  বগুড়ার ৮ হাজার ৩৮১ জন। ১ হাজার ৭৪৪টি পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেব খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয়।

 খাদ্য সহায়তার মধ্যে ছিলো পরিবার প্রতি ১০ কেজি চাল, দুই লিটার সয়াবিন তেল, এক কেজি চিনি, সেমাই, শিশু খাদ্য হিসেবে এক প্যাকেট গুড়ো দুধ, নুডুলস ও পেঁয়াজ।

#

মারুফ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭৯

**কবি-সাংবাদিক অরুণ দাশগুপ্তের প্রয়াণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

 কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক অরুণ দাশগুপ্তের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে নিজ বাড়িতে ৮৬ বছর বয়সে অরুণ দাশগুপ্তের প্রয়াণের সংবাদে মন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 চট্টগ্রাম ৭ আসনের সংসদ সদস্য ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাঁর শোকবার্তায় বলেন, দৈনিক আজাদীর সাবেক সহযোগী সম্পাদক ও অসংখ্য কাব্য ও প্রবন্ধ প্রণেতা অরুণ দাশগুপ্ত সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় যে অবদান রেখেছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭৮

**রূপগঞ্জের জুস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

 নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জের জুস  কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত শ্রমিকদের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে  ৫০ হাজার টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনজন শ্রমিকের প্রত্যেকের হাতে চিকিৎসা সহায়তার ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

 ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং রূপগঞ্জে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনসহ আহত মোট ২২জন শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ৫০ হাজার করে মোট ১১ লাখ টাকা এবং নিহত যে তিন জন শ্রমিকের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে তাদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য ২ লাখ টাকা করে মোট ৬ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়া তিন জনের মৃত্যুজনিত সহায়তার চেক আগামীকাল তাদের স্বজনদের হাতে পৌঁছে দেয়া হবে। এছাড়া বিকেলে রূপগঞ্জে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাতজনকে চিকিৎসা সহায়তার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

 চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের চেক হস্তান্তর শেষে সাংবাদিকদের শ্রম সচিব বলেন, নিহত শ্রমিকদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্টেডশন তহবিল থেকে ২ লাখ  টাকা করে তাদের স্বজনদের মৃত্যুজনিত  সহায়তা প্রদান করা হবে। দুর্ঘটনাকবলিত জুস কারখানায় শিশু শ্রমের অভিযোগ সম্পর্কে সচিব বলেন, কারখানা পরিদর্শন ব্যবস্থায় আমাদের নিজস্ব একটি পদ্ধতি রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজমুল হক বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের বিনামূল্যে সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এখানে চিকিৎসাধীন সব শ্রমিক ঝুঁকিমুক্ত এবং ভালো আছেন।

 চেক প্রদানকালে কলকারখান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচাক গৌতম কুমারসহ শ্রম মন্ত্রণালয় এবং দু’টি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭৭

**করোনা প্রতিরোধে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

 করোনা প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিধিদের নেতৃত্বে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ কমিটি জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টি, চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, ভ্যাকসিন প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদানের জন্য কাজ করবে।

 আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কোভিড-১৯ এর ২য় ঢেউ প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং দিক নির্দেশনা প্রদান উপলক্ষে এক জুম সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীন, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ, তথ্যসচিব মোঃ মকবুল হোসেন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 প্রস্তাবিত কমিটিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্বাস্থ্য, যুব, কৃষি, আনসার ভিডিপি’র মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম, এনজিও প্রতিনিধি, হাট-বাজার সমিতির নেতৃবৃন্দ-সহ সংশ্লিষ্টরা অন্তর্ভুক্ত হবেন।

 সভায় করোনা রোগ ছড়ানোর বিভিন্ন কারণ এবং তা প্রতিরোধ বিষয়ে বয়স্ক ও বিভিন্ন রোগের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সাবধানতা অবলম্বন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আরো প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

#

সুরথ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭৬

**আইওটি, রোবটিক্স, ব্লকচেইন ডিভাইস  প্রয়োগ যুগের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ**

 **-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

 ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন দৃশ্যমান, সামনে প্রয়োগ হবে। এরই ধারাবাহিকতায় রূপান্তরিত হবে ডিজিটাল ডিভাইস। এআই, আইওটি, রোবটিক্স, ব্লকচেইন ডিভাইস প্রয়োগ যুগের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ বলে উল্লেখ করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্যাকবোন হিসেবে ডিজিটাল সংযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক উন্নত দেশও আমাদের সমপর্যায়ে আসতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর ফলে  প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সক্ষমতা আমরা অর্জন করতে পারবো।

 মন্ত্রী গতরাতে ঢাকায়  এলিফ্যান্ট রোড কম্পিউটার সমিতি (ইসিএস) আয়োজিত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবসার সংকট ও করণীয় শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায়  এসব কথা বলেন।

 সমিতির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দোকান মালিক সমিতির সভাপতি তৌফিক এহসান, বিসিএস সভাপতি শাহিদ-উল-মুনীর, ইসিএস নেতা  মুজাহিদ আল বেরুনী, গ্লোবাল টেকনোলজির পরিচালক জসিম উদ্দিন, কম্পিউটার সোর্স লিমিটেডের সত্ত্বাধিকারী আসাব উ্ল্লাহ খান জুয়েল এবং মিতিঝিল কম্পিউটার সোস্যাইটির নেতা  খন্দকার হক লুটনসহ ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোর শাখার বিসিএস শাখার প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করেন।

 মন্ত্রী বৈশ্বিক অতিমারি করোনার কারণে ব্যবসা, শিল্পসহ প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জিং সময় যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ছোট-বড়-মাঝারি ব্যবসায়ীসহ দিন মজুর নিম্ন আয়, মধ্যম আয়ের মানুষসহ সকলেই করোনার কারণে সংকটে আছেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য কম্পিউটার, রাউটারসহ ডিজিটার ডিভাইসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। করোনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এ বিষয়গুলো তুলে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সামগ্রিকভাবে সকলের স্বার্থ রক্ষায় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ট্রেডবডির ভূমিকা অপরিসীম। ট্রেডবডির যথাযথ ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে জরুরি সেবার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি সেবা  অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করে বলেন, ট্রেডবডির প্রতিনিধিরা যখন কথা বলবেন সেক্ষেত্রে সকলের অভিন্ন স্বার্থ নিয়ে কথা বলতে হবে। বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সবচেয়ে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল উল্লেখ করে বলেন, ১৯৯৮-৯৯ সালে তিনি কম্পিউটারের ওপর থেকে ২শত ১০ কোটি টাকার কর মওকুফ করেছিলেন। এর ফলে কম্পিউটার সাধারণের নাগালে পৌঁছুতে পেরেছে। তারই গতিশীল নেতৃত্বে সফটওয়্যারখাত, টেলিকমখাত, ডিজিটাল সেবা এবং ইন্টারনেট সার্ভিসের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। তিনি আস্থা ও ধৈয্যের সাথে করোনাকালে চলমান সংকট মোকাবিলার আহ্বান জানান।

 অনুষ্ঠানে বক্তারা করোনাকালে  ডিজিটাল ডিভাইস পণ্যসেবা জরুরি সেবার আওতায় আনার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭৫

**খুলনা বিভাগে করোনাকালীন দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

 কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান কঠোর লকডাউনের মধ্যে আজ খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় অসহায়, কর্মহীন ও বিভিন্ন শ্রেণির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 মাগুরা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্যোগে আজ ৯ হাজার ২০০ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের প্রত্যেকটির মাঝে ১০ কেজি করে চাল এবং ভিজিএফ (খাদ্যশস্য) বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় আরো ৩ হাজার ৬০০টি উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেকটির মাঝে ১০ কেজি করে চালের প্যাকেট বিতরণ করা হয়।  এছাড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে ৫৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়।

 ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগেও আজ করোনাকালীন কর্মহীন স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এসময় ১২০০ জন নরসুন্দর/নাপিত, দোকান কর্মচারী ও ইজিবাইক চালকের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ মোঃ মজিবর রহমান এ  ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।  প্রতিজনকে ১০ কেজি করে চাল ও তিনশত করে টাকা দেওয়া হয়েছে।

 কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ  ২ শত ৪০টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মধ্যে ২ দশমিক ৪ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ভিজিএফ (খাদ্যশস্য) বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ২ হাজার ১৯৭টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ২১ দশমিক ৯৭০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭৪

**কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাধা দূর করতে কাজ করছে সরকার**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ইউরোপসহ উন্নত দেশে ফলমূল ও শাকসবজি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা দূর করতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, ইউরোপ, জাপানসহ উন্নতদেশসমূহের মূল বাজারে কৃষিপণ্য রপ্তানি করা হবে। সেজন্য, রপ্তানি বাধা দূর করতে ইতোমধ্যে দেশে উত্তম কৃষিচর্চা নীতিমালা (গ্যাপ) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। দেশে আন্তর্জাতিক মানের অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব ছিল না, সেটি স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে থেকে সনদ দেয়া শুরু হয়েছে। আম রপ্তানির জন্য ভ্যাকুয়াম হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

 কৃষিমন্ত্রী আজ ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কৃষিপণ্যের রপ্তানি সহায়ক বিএডিসির হিমাগার পরিদর্শন শেষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, আমাদের রপ্তানি মূলত গার্মেন্টসনির্ভর। শুধু গার্মেন্টসনির্ভর থাকলে হবে না; বরং রপ্তানিকে বহুমুখী করতে হবে। সেটি করতে হলে কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষিপণ্যের রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। এ সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে কৃষিপণ্য মাঠে উৎপাদন থেকে শুরু করে শিপমেন্ট পর্যন্ত নিরাপদ রাখতে কাজ চলছে। পাশাপাশি কৃষিপণ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিতেও গুরুত্ব সহকারে কাজ চলছে। কৃষিপণ্যের রপ্তানির জন্য বিমানবন্দরে বিএডিস’র হিমাগারের সক্ষমতা আরো বাড়ানো হবে বলে এসময় জানান মন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ফলমূল ও শাকসবজি রপ্তানির সময় বিমানবন্দরে কার্গো হ্যান্ডেলিং, স্পেস ও কার্গো ভাড়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং ফলমূল ও শাকসবজি রপ্তানিকারক প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়গুলোকে কৃষিপণ্যের জন্য আরো রপ্তানিবান্ধব ও সহজতর করতে কাজ চলমান আছে।

 সভায় বিএডিসি’র চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকারের সভাপতিত্বে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো: মাহবুব আলী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. আবু সালেহ্‌ মোস্তফা কামাল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৬৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭৩

**পবিত্র  ঈদুল আযহা’র তারিখ নির্ধারণে আগামীকাল জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় (১০ জুলাই)

 পবিত্র ঈদুল আযহা’র তারিখ নির্ধারণ ও ১৪৪২ হিজরি সনের পবিত্র জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আগামীকাল ১১ জুলাই রোববার সন্ধ্যা ৭.১৫ টায় (বাদ মাগরিব) বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

 বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা টেলিফোন নম্বর: ৯৫৫৯৪৯৩, ৯৫৫৫৯৪৭, ৯৫৫৬৪০৭ ও ৯৫৫৮৩৩৭ এবং ৯৫৬৩৩৯৭ ও ৯৫৫৫৯৫১ ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে ।

#

আনোয়ার/মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭০

**বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৬ আষাঢ় ( ১০ জুলাই) :

          রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১১ জুলাই ‘বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০২১’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Rights and Choices are the Answer : Whether baby boom or bust, the solution lies in Prioritizing the reproductive health and rights of all people' অর্থাৎ ‘অধিকার ও পছন্দই মূল কথা: প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার প্রাধান্য পেলে কাঙ্ক্ষিত জন্মহারে সমাধান মেলে’ যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 প্রজননস্বাস্থ্য প্রত্যেক নর-নারীর অধিকার। নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রসূতি সেবা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নারীদের সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তসহ নারীর যথাযথ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা। পরিকল্পিত পরিবার একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। পরিবারের আকার ছোট হলে তা পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার পূরণের পাশাপাশি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনে পুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের আশংকা রয়েছে। তাই এ সময় দেশে প্রজননস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি আরো জোরদার করতে হবে এবং চলমান কর্মসূচিগুলোতে উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি আমি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরো সক্রিয় ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

 দারিদ্র্যের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক রয়েছে। তাই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমিত রেখে দারিদ্র্য বিমোচনসহ শিক্ষার হার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। মহামারির এ সময়ে অধিক সন্তানের জন্মরোধ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে সক্ষম দম্পতিদের নিকট পরিবার পরিকল্পনা সেবা সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। দেশে বিদ্যমান সেবা অবকাঠামোসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং মানসম্মত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে-এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ‘বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশে চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৭১**

**বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ২৬ আষাঢ় ( ১০ জুলাই) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২১ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Rights and Choices are the Answer: Whether baby boom or bust, the solution lies in prioritizing the reproductive health and rights of all people' ‘অধিকার ও পছন্দই মূল কথা : প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার প্রাধান্য পেলে কাঙ্ক্ষিত জন্মহারে সমাধান মেলে' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 একটি দেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে প্রতিটি সেক্টরে এর প্রভাব পড়বে। তাই একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত জনসংখ্যা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার পূরণের পাশাপাশি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনে পরিকল্পিত জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

 আমরা জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন সূচকের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, স্বাভাবিক প্রসব সংক্রান্ত সকল সেবা, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা এবং আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার বৃদ্ধিকে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দিয়েছি। নিরাপদ মাতৃত্ব, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য, নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানের জন্য নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীগণ প্রতিমাসে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে দম্পতি পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং পরামর্শ দিচ্ছেন। ফলে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে এবং এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছি।

 বর্তমানে বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস অতিমারি মোকাবিলা করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদের জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এ সময় আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। অতিমারির সময় জন্মহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের জনসংখ্যা সীমিত রাখতে হলে এ সময় পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সরবরাহ যাতে সঠিক মাত্রায় থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

 করোনাভাইরাস অতিমারিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সুস্থ-সবল জাতি গঠনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুর প্রজনন-বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের সেবা অবকাঠামোসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সহযোগী সংগঠন, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরও নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

 আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২১ উদযাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

আশরাফ/মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর: ৩১৭২

**সিউলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন**

সিউল, (১০ জুলাই)

 দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর পাঁচ দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

 গতকাল দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম এবং কোরিয়া কালচার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জে-মিন জং যৌথভাবে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

 হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গণতন্ত্র, শান্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবতা, জনগণের ক্ষমতা এবং আর্থসামাজিক মুক্তির অগ্রদূত যা প্রদর্শনীর আলোকচিত্রগুলোতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই প্রদর্শনী দক্ষিণ কোরিয়ার বন্ধুপ্রতিম জনগণকে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর রূপকল্প, আদর্শ ও পরম্পরা সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করবে।

 কোরিয়ান কালচার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জে-মিন জং তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর দেশ ও গণতন্ত্র, শান্তি ও মানবাধিকার নিশ্চিত করবার জন্য নিপীড়কদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন। তাঁর অসামান্য অবদান ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো না। নিজ দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তিনি জাতির পিতা হিসেবে অভিহিত হয়েছেন। এই তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগে কোরিয়া কালচার এসোসিয়েশনকে সম্পৃক্ত করবার জন্য তিনি সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে কোরিয়ান জনগণের পক্ষে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আরো ভালোভাবে জানবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকবৃন্দ, সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মেরে উপর নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। আগামী ১৩ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০ টা হতে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

 #

মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা